R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেণ্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্রেজড টালি, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
২৮শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
৪ঠা ডিসেম্বর, ২০০২ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

প্রশাসনিক ডামাডোলে মহকুমার সব স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই বি এম ও এইচদের হাজিরা সপ্তাহে দুই দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষদের চিকিৎসার প্রয়োজনে বিভিন্ন ব্লকে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র বা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হলেও কোনটাই আজ ঠিকভাবে চালু নেই। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত থাকলেও ডাক্তার, নার্স বা অন্য কোন কর্মী এখন স্বস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টারে বাস করেন না। যার ফলে পরিচর্যার অভাবে কোয়ার্টারগুলো আস্তে আস্তে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। প্রত্যেকেই শহর থেকে যাতায়াত করে চাকরী বাঁচান। সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কয়েক বছর পর মাস-চারেক আগে উত্তর চব্বিশ পরগণা থেকে ডাঃ বিশ্বর্জিৎ সরকার ওখানে যোগ দেন। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে আশপাশ গ্রামের ভুক্তভোগী মানুষের অভিযোগ, তিনি এখানকার কোয়ার্টারে থাকেন না বা নিয়মিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসেন না। বেলা ১১টা নাগাদ বহরমপুর থেকে সপ্তাহে তিনদিন আসেন। সেটাও কোন নির্দিষ্ট বারে নয়। মনিগ্রাম, বালিয়া ও কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়েকশো গ্রামের মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। ডাক্তারবাবুর আসার অপেক্ষায় বসে বসে প্রায় দিন দুর দুর গ্রামের অসুস্থ মানুষ হয়রান হচ্ছেন। জানা যায় ১৯৭৬ সালে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হবার পর এখানে রোগীরা ভর্তি হয়ে চিকিৎসা পেতেন। সেসময় কয়েকটি বেডও চালু ছিল। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কোয়ার্টারগুলোতে ডাক্তার, নার্স, জি ডি এ প্রত্যেকে বাস করতেন। ওষুধ রাখার জন্য ফ্রিজ, চিকিৎসার প্রয়োজনে নানা যন্ত্রপাতি আসে। আজ সে সব গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকেরও একমাত্র ভরসা তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিরও একই হাল। ওখানকার ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় গায়েন প্রায় দেড় বছর আগে চলে যাবার পর পাকাপাকিভাবে এখানে কোন ডাক্তারই থাকেন না। বর্তমানে ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্বে আছেন ডাঃ বিপ্লব দাস এবং ডেপুটেশনে আছেন ডাঃ পুর্ণেন্দু দাস। এই দুই ডাক্তার সম্বন্ধে এলাকার মানুষের অভিযোগ—এরা অনিয়মিতভাবে এখানে দু'এক ঘন্টার জন্য এসে হাজিরা খাতায় সই করে চলে যান। তাই বাধ্য হয়ে এলাকার অসুস্থ মানুষদের কয়েক মাইল ছুটে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আসা ছাড়া উপায় থাকেনা। অথচ এখানে নার্স, ফার্মাসিস্ট, জি ডি এ প্রত্যেকেই বহাল আছেন। প্রশাসনিক ডামাডোলে কর্মীরা ওখানে রামরাজত্ব চালাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তাপস রায়ের বক্তব্য, ভাগীরথীতে ব্রীজ চালু হবার পর থেকেই তেঘরী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেডগুলো ফাঁকা পড়ে থাকছে। প্রয়োজন হলেই এলাকার লোকেরা সরাসরি জঙ্গিপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

আই এস আই-এর চর সন্দেহে তিনজনকে ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আই এস আই-এর চর সন্দেহে ফরাক্কা ও রঘুনাথগঞ্জ শহর এলাকা থেকে মোট তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহকুমা পুলিশ অফিসারের দপ্তরে গত সপ্তাহে তুলে আনা হয়। সেখানে বিভিন্নভাবে জেরা করে পরে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। সীমান্তবর্ত্তী স্পর্শকাতর এলাকা বাদেও মহকুমার বিভিন্ন শহর জুড়ে আই এস আই-এর গতিবিধ পর্যবেক্ষণে সাদা পোষাকের পুলিশ ছাড়াও গোয়েন্দা দপ্তরের লোক ব্যাপকভাবে ঘোরাফেরা শুরু করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়।

জঙ্গিপুর হাসপাতালের ডাক্তারদের অবহেলায় বিদ্যুৎ কর্মীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তরের সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত কর্মী ধনঞ্জয় ঘোষ জঙ্গিপুর হাসপাতালের ডাক্তারদের অবহেলায়-অবজ্ঞায় এক রকম মারা গেলেন। ১৭ নভেম্বর রাতে ধনঞ্জয়বাবুর 'পেপটিক পারফোরেসন' প্রয়োজন হলে ১৮ নভেম্বর ভোরে তাঁকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে প্যাথলজিষ্ট ডাঃ অসিত মজুমদার এমারজেন্সি থেকে তাঁকে সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে না পাঠিয়ে মেডিক্যাল ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেন। সেখানে ধনঞ্জয়বাবুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

অড়হর ক্ষেত থেকে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম বৈষ্ণবডাঙ্গা লাগেয়া এক ঘন অড়হর ক্ষেত থেকে গত ৩ ডিসেম্বর এক অপরিচিত ব্যক্তির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ গ্রামবাসীরা উদ্ধার করে। মৃতদেহের চোয়াল ও মাথায় একাধিক ক্ষত চিহ্ন দেখা যায়। গ্রাম-বাসীদের ধারণা জঙ্গিপুরের সাইদাপুর এলাকার কোন রাজমিস্ত্রী ঈদে বাড়ী ফেরার পথে আততায়ীরা টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করে এখানে ফেলে রেখে যায়। সাগরদীঘি থানায় খবর দিলে মৃতদেহটি পুলিশ তুলে নিয়ে যায়।

কাঁটা-বাটখারা রিনিউ-এর নামে পকেট ভর্তি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : অরঙ্গাবাদ পুরোনো বিডিও অফিস চত্বরে 'ওয়েটস্ এন্ড মেজার' দপ্তর থেকে কাঁটা-বাটখারা রিনিউ-এর উদ্দেশ্যে ক্যাম্প করা হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, রিনিউ-এর ক্ষেত্রে সরকার নির্দ্ধারিত মূল্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ চাই সচেতনতা, চাই অঙ্গীকার ॥

তখন তাঁহার যুবা বয়স। পিতার নির্দেশে রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজ দেখা-শোনা করিবার জন্য পতিসর-কালীগ্রাম-শিলাইদহ গিয়াছিলেন। এই অঞ্চলগুলি এখন বর্ত্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত। সেখানে গিয়া তিনি সেই সময় বাংলার মুখ দেখিয়া কী বোধ করিয়াছিলেন? বিস্ময় না বেদনা? সম্ভবত দুই-ই তাঁহার মর্মলোককে আলোড়িত করিয়াছিল। তখন ছিল অখন্ড বাংলা, তাহা ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। সেদিন বাংলার মুখে দেখিয়াছিলেন শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী। সে কাহিনী ছিল কষ্টের সংসারের, বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথার। নতশির, মূক মানুষের মুখচ্ছবি তাঁহাকে ব্যথিত এবং বেদনার্ত্ত করিয়াছিল। তাহারা সেদিন ছিল অন্নহীন, শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন। ব্যথিত কবি ইহার কারণ খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল—মানুষের সকল প্রকার দুঃখের কারণ তাহাদের অবিদ্যা বা অশিক্ষা। এই অবিদ্যা মানুষের মনে প্রশ্রয় দেয়, পালন করে কুসংস্কারকে। অবিশ্বাস, সন্দেহ, কুসংস্কারের সূতিকাগার হইল অবিদ্যাচ্ছন্ন মানুষের অন্তর। তাই শতাব্দীর অভিশাপ বহন করিয়া আসিয়াছে সমাজের সাধারণ মানুষ। চক্ষুষ্মান হইয়াও তাহারা অন্ধত্বের কূপে নিমজ্জিত থাকিয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ দেশ স্বাধীন হইয়াছে। স্বাধীন দেশের বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করিয়াছি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বর্ণরথ দ্রুত গতিতে ধাবমান। বিশ্বায়নের ময়ূখ মালা দিকে দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে। ইহারই প্রেক্ষিতে আমাদের দেশঘরের মানুষের অপরিবর্ত্তিত মানসিকতা স্বভাবতই বিস্ময়ের কারণ হয়, বেদনার কারণ তো অবশ্যই। পরাধীন ভারতবর্ষে আমরা সব দিকেই, সব বিষয়ে বঞ্চিত ছিলাম। সুযোগ ছিল না শিক্ষার, স্বাস্থ্যের। কিন্তু আমরা এখন স্বাধীন দেশের মানুষ হইয়া এই সুযোগ কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি? পৃথিবীর জঞ্জাল কতটা সরাইতে পারিয়াছি? নবজাতকের জন্য বাসযোগ্য পৃথিবী, তাহাদের সুস্থ দেহমন গঠন করিবার জন্য আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষ কতটা অগ্রণী হইতে পারিয়াছে? যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয় নাই। তাহার কারণ—সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা এবং অবিদ্যা রহিয়া গিয়াছে। ইহার মুক্তির জন্য প্রয়োজন—সার্বজনীন শিক্ষা। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল আগেই বলিয়াছিলেন—লেখাপড়া শিক্ষাই হইতেছে এই সব হইতে মুক্তির একমাত্র সরণি। শুধু শিক্ষা কেন? চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু। ইহার অধিকার অর্জন করিতে হইলে—সবার আগে দরকার সচেতনতা। শিক্ষার পরেই স্বাস্থ্যের কথা আসে। তামাম বিশ্ব আজ দূষণের শিকার। উৎকট ব্যাধি আজ মানুষের দেহে। আমাদের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরা যাহাতে তাহার উত্তরাধিকার না পায় তাহার জন্য সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া সতর্ক সাবধান হওয়া দরকার। আমাদের শিশু সন্তানকে নীরোগ সুস্থ করিয়া তোলা আমাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের নৈতিক পবিত্র দায়িত্ব। সম্প্রতি সারা বিশ্বকে পোলিও রোগমুক্ত করার বিশেষ এবং সার্বিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রত্যেক নাগরিকের অংশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, লজ্জারও বটে, জঙ্গিপুর মহকুমার কয়েকটি অঞ্চলে পালস্ পোলিও টিকাকরণের কর্মসূচীতে বেশ কিছু সংখ্যক অভিভাবক অভিভাবিকার উদাসীনতা, অনীহা দেখা গিয়াছে। অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং সম্ভবতঃ ধর্মীয় গোঁড়ামি ইহার প্রতি-বন্ধকতা করিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। মনে রাখা দরকার—এই সময় এবং সুযোগ যেন নষ্ট না হয়। কারণ—সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে অঙ্গীকার করিতে হইবে সুকান্তের ভাষায় "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি।"

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জঙ্গিপুর গার্লস প্রসঙ্গে

মহাশয়,

গত ২৭ নভেম্বর '০২ জঙ্গিপুর সংবাদ-এ প্রকাশিত 'জঙ্গিপুর গার্লসের পঞ্চম শ্রেণী চলছে সকালে বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতনের তত্ত্বাবধানে' সংবাদের পরি-প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি, পত্রিকার কোন প্রতিনিধি আমার সাক্ষাতকার নেননি বা স্কুলের শিক্ষার মান ও নিয়ম শৃংখলা নিয়ে কোন মন্তব্য করিনি। ১৯৯৬ সাল হতে আমরা জঙ্গিপুর গার্লস কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ওখানে বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন চালাচ্ছি। পঞ্চম শ্রেণীর পঠন পাঠনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা করেছি।

ডি, এস, নাথ (অধ্যক্ষ)
বিবেকানন্দ বিদ্যানিকেতন

নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর কাঞ্চনতলার কাপ

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সেকালে নাট্য চর্চা ছিল, নাটকের মহড়া হতো নিমতিতার জমিদার বাড়িতে। জমিদারেরা ছিলেন উৎসাহী এবং পৃষ্ঠ-পোষক। নলিনীকান্তের লেখায় নাট্যচর্চা প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়—'নিমতিতার জমিদার বাড়ীতে একটি থিয়েটার ছিল। নাম—হিন্দু থিয়েটার। আমি সে থিয়েটারে অভিনয় করেছি।' এই থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে তাঁর মত হলো 'যতদূর জানি—সে থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা তদানীন্তন জমিদার বাবুদের তরুণ সন্তানেরা: সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। তিন-জনের মধ্যে মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ছিলেন সর্বাপেক্ষা উৎসাহী এবং উদ্যোগী।' আর এই 'থিয়েটারের উদ্যোগ-আয়োজন চলতো (দোলযাত্রা উৎসবের) ২/৩ মাস আগে থেকে। নতুন নাটকের রিহার্সাল চলতো আরো আগে থেকে। মহেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন থিয়েটারের সর্বাধিনায়ক। নাট্যকলায় অসাধারণ প্রতিভাশালী গুণী ব্যক্তি। নাটক নির্বাচন, অভিনয়-শিক্ষাদান, দৃশ্যপট পরিকল্পনা প্রভৃতির ভার তিনিই নিতেন। যেমন তিনি প্রযোজক, তেমনি পরিচালক ও শিক্ষকও তিনি।' দোলযাত্রা উপলক্ষে একবার এখানে এসেছিলেন সে সময়ের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুরী। মফঃস্বলের গ্রামাঞ্চলে 'আলম-গীরের' মত নাটকাভিনয় দেখে শ্রীভাদুরী মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং স্থানীয় জনগণের অনুরোধে শিশির ভাদুরী মশাই এই থিয়েটার মঞ্চে 'আলমগীর' নাটকের ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দর্শক সাধারণকে আনন্দ দান করেছিলেন। সে সময়ে নিমতিতা, জগতাই, দহরপাড় থেকেও অভিনেতারা নাটকে অংশ নিতেন। ১৯০৬ সালের অন্যতম ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন নলিনীকান্ত সরকার মশাই। সেটা হচ্ছে—'জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিমন্ত্রণে সপরিবারে নিমতিতায় (পর পৃষ্ঠায়)

ভ্রম সংশোধন

[গত সপ্তাহে প্রকাশিত 'অন্যের জন্য রক্ষা পেল ট্রেন-বাস সংঘর্ষ" সংবাদে নলহাটি আজিমগঞ্জ লোকাল ট্রেনটির (বাস-ট্রেন) পরিবর্তে আজিমগঞ্জ—বারহারোয়া লোকাল ট্রেন (বাস-ট্রেন) হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।]

৩জনকে হত্যার দশদিন পর আসামীদের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডে গত ১৩ নভেম্বর সামান্য একটা সজনে গাছের ডাল কাটা নিয়ে দুই পরিবারের সংঘর্ষে এক পরিবারের তিনজন মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ঐ হত্যাকান্ডের প্রধান আসামী শ্যামলী মন্ডল ঘটনার পর পরিবারের সবাইকে নিয়ে গা ঢাকা দেয়। পরবর্তীতে গত ২৩ নভেম্বর পুত্র কন্যা ও পুত্রবধূদের নিয়ে শ্যামলী সমসেরগঞ্জ থানায় আত্মসমর্পণ করলে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে জঙ্গিপুর কোর্টে চালান দেয়।

জাল নোট সমেত ধৃত কংগ্রেস পঞ্চায়েত সদস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ানে সমসেরগঞ্জ থানার পাশে জমিদার বাড়ীতে জগধাত্রী পুজো উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবারও মেলা বসে। মেলায় এক যুবক ১০০ টাকার জাল নোট নিয়ে কেনাকাটা করার সময় এক ব্যবসায়ী তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে পুলিশে দেয়। ধৃত যুবকটি পুলিশকে জানায়—ফরাক্কা থানার মহাদেবনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য রাইসুদ্দিন সেখ তাকে এই নোট দিয়েছে। পুলিশ রাইসুদ্দিনকেও গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকেও ১০০ টাকার কিছু জাল নোট উদ্ধার হয়। উল্লেখ্য, ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ থানা এলাকায় মাঝে মধ্যেই এ ধরনের জাল নোট পাওয়া গেলেও পুলিশ আজ পর্যন্ত মূল পান্ডার খোঁজ পাইনি।

নাটক ও যাত্রা শিল্পীদের আর্থিক সাহায্য দান প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ এর স্থায়ী বাসিন্দা এবং নাটক যাত্রা চর্চার ক্ষেত্রে কর্মরত যে সব গুণী শিল্পী বর্তমানে আর্থিক দুরবস্থায় রয়েছেন এবং যাঁরা ৫০ বা তদুর্ধ্ব বয়সী তাঁরা এই প্রকল্পে আবেদন করতে পারেন। শিল্পীর মাসিক আয় ১০০০-০০ (এক হাজার) টাকার মধ্যে হতে হবে। মাসিক আয় সংক্রান্ত বিষয়ে আবেদনকারী শিল্পীকে লোকসভার সদস্য / বিধানসভার সদস্য / পৌরপ্রধান / কাউন্সিলার/জেলা পরিষদের সভাধিপতি/পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বা প্রতিনিধি/জেলা বা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের শংসাপত্র দাখিল করতে হবে। সাহায্য মঞ্জুর করার আগে বা পরে এই বিভাগের সব রকমের অনুসন্ধানের অধিকার থাকবে। নিম্নলিখিত তথ্যাবলীসহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। ১। নাম (বাংলা ও ইংরেজী হরফে) ২। বয়স (জন্ম তারিখ উল্লেখ করতে হবে) ৩। ঠিকানা ৪। পেশাগত পুরো আত্মবিবরণ ৫। বর্তমান মাসিক আয় ৬। অন্য কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান থেকে আর্থিক সাহায্য বা মাসোহারা পান কিনা, পেয়ে থাকলে তার পুরো বিবরণ ৭। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন কিনা, পেয়ে থাকলে শেষ কবে পেয়েছেন ৮। আবেদনকারীর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল পরিবারের লোক সংখ্যা, তাদের বয়স এবং আবেদনকারীর সঙ্গে সম্পর্ক। আবেদন পত্রের শেষে নিম্নলিখিত বয়ানে আবেদনকারীকে একটি হলফনামা দিতে হবে। উপরোক্ত তথ্যাবলী আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। আবেদনপত্রগুলি সংস্কৃতি অধিকর্তা প্রযত্নে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১/১, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০-র কাছে আগামী ১৬-১২-২০০২ এর মধ্যে পৌঁছাতে হবে। জেলার ক্ষেত্রেও ১৬-১২-২০০২ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের দপ্তরে আবেদন পত্র গৃহীত হবে।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

স্মারক সংখ্যা—৫৮৭(১২)/তথ্য/মুর্শি, তারিখ—২৯-১১-২০০২

কাঞ্চনতলার কাপ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

এলেন নাট্যকার পন্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। ... যতদূর মনে হয়, ক্ষীরোদবাবুর নির্মিতিতায় আসার পরেই তাঁর 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় হ'লো হিন্দু থিয়েটারে।' নলিনীকান্ত সরকার নাট্যাভিনয়ে 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যোগ দিতেন কোরাস গানে। ... আবার একক গানও করেছেন। (চলবে)

কার্ডস ফেয়ার
এখানে সব রকমের কার্ড পাওয়া যায়।
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৬২২৮

"ওগো রমজান, তোমারি তরে মুসলিম যত
রাখিয়া রোজা ছিল জাগিয়া চাহি তব পথ
আনিয়াছিলে দুনিয়াতে পবিত্র কোরান।
পরহেজগারের তুমি যে প্রিয় প্রাণের সাথী
মসজিদে প্রাণের তুমি যে জ্বালাও দীনের বাতি
উড়িয়ে গেলে যাবার বেলা নূতন ঈদের চাঁদ নিশান।"

E. H. Construction Co. Pvt. Ltd.
Raghunathganj (Murshidabad)
Phone : 266247

জাতীয় সড়কে সাঁঝ রাতে বাস ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ নভেম্বর সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে সিন্ধিকালী বাস স্টপেজের কাছে কলকাতাগামী এক সি এস টি সি বাসে ডাকাতি হয়। উমরপুর থেকে বাসটি ছাড়তেই কয়েকজন যাত্রী হয়ে ওঠা দুষ্কৃতী পিস্তল দেখিয়ে চালককে নিষ্ক্রিয় করে কন্ডাক্টরের ব্যাগ ছিনিয়ে নেয়। পরে যাত্রীদের মধ্যে লুট-পাট করে কিছুটা গিয়ে বাস থামিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়।

হাজিরা সপ্তাহে দুইদিন (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতালে চলে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এতগুলো স্টাফ পোষার কোন যৌক্তিকতা আছে কি ? এ প্রশ্নের কোন জবাব মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক দিতে পারেননি। সুতী-১ ব্লকের আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিরও একই দশা। অনেক টালবাহানার পর ওখানকার ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অর্জুন দাস মাস দেড়েক আগে বদলি হয়ে গেছেন। এখানে ব্লক মেডিক্যাল অফিসারের দায়িত্ব নিয়েছেন ডাঃ টি কে দাস। এছাড়া এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাঃ জে বিশ্বাস ও ডাঃ আর কে দাস কর্মরত আছেন। তিনজন ডাক্তার স্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে কর্মরত থাকা সত্ত্বেও এলাকার মানুষ ঠিক মতো স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। অনুসন্ধানে জানা যায়, ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ টি কে দাস বোলপুর থেকে, ডাঃ আর কে দাস কৃষ্ণনগর থেকে এবং ডাঃ জে বিশ্বাস রামপুরহাট থেকে সপ্তাহে দু' দিন দু' ঘন্টার জন্য পালা করে এক একজন ডাক্তার এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হাজিরা দেন। কোয়ার্টারগুলো ফাঁকা পড়ে থাকে। অথচ এখানে রোগী ভর্তি হয়ে চিকিৎসার জন্য ১০টি বেড চালু আছে। এর সঙ্গে প্রয়োজন মতো সিস্টার, জি ডি এ এখানে কর্মরত আছেন। সরকারী অর্থ অপচয়ের ব্যাপারে এখানে কি যুক্তি খাড়া করছেন মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ? উল্লেখ্য, আহিরণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পূর্বতন ব্লক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ অর্জুন দাস নিয়মমতো স্বাস্থ্যকেন্দ্র না আসার জন্য বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা তাঁকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন। শেষে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ডাক্তারবাবু কোয়ার্টারে থেকে চিকিৎসার প্রতিশ্রুতি দিলে ঘেরাও মুক্ত হন। উল্লেখ্য, গত মাসের মাঝামাঝি প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায়, পশ্চিমবঙ্গের ১৪৬টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামোর উন্নয়নে 'নাবার্ড' থেকে 'গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প' এ ২৫ কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে গ্রামীণ মানুষদের অভিমত—প্রশাসনিক পরিকাঠামোর পরিবর্তন এনে স্বাস্থ্য দপ্তরের সব শ্রেণীর কর্মীর মধ্যে নৈতিক চেতনা ফিরিয়ে না আনতে পারলে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের নামে অযথা অর্থের শ্রাদ্ধ এবং কিছু সংখ্যক লোকের লাইফ স্টাইলের উন্নতি ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হবে না।

অবহেলায় বিদ্যুৎ কর্মীর মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

উল্লেখযোগ্য কোন চিকিৎসা হয় না। দীর্ঘ ন' ঘন্টা ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে গেলে ২টো নাগাদ তাঁকে বহরমপুর পাঠানো হয়। সেখানে এমারজেন্সিতে কর্মরত ডাক্তার দেরীর জন্য বকাবকি করে সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সার্জেনের কাছে রেফার করেন। চিকিৎসা বিভ্রাটে ধনঞ্জয়বাবু ঘারড়ে গিয়ে অপারেশনের আগেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯ নভেম্বর মারা যান। ধনঞ্জয়বাবুর স্ত্রী ও অবিবাহিতা দুই কন্যা ডাক্তারদের এই হৃদয়হীন ব্যবহারের প্রতিকার দাবী করেছেন।

পকেট ভর্তি চলছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

তালিকা না টাঙিয়ে নিজেদের মর্জিমাফিক সেখানে পয়সা আদায় করা হচ্ছে। এছাড়া আগে দু'বছর অন্তর বাটখারা রিনিউ হতো, সেখানে এবার এক বছরের মধ্যে কাঁটা-বাটখারা উভয়ই রিনিউ-এর নোটিশ দেয়া হয়। এই নিয়ে গত ২১ নভেম্বর অরঙ্গাবাদ বাজারের জনৈক ব্যবসায়ী আলাউদ্দিন মহালদারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারের তর্ক-বিতর্ক হয় বলে এক সাক্ষাতকারে আলাউদ্দিন জানান।

॥ একটি আবেদন ॥

আগামী ৮ই ডিসেম্বর, ২০০২ রবিবার সকাল ১০টায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ভবনে বিদ্যালয়ের ৫০ বর্ষ পূর্তি উৎসবের বিষয়ে আলোচনার জন্য এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। ঐ সভায় শিক্ষানুরাগীদের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করি। তাং—২৬-১১-০২

নমস্কারসহ—

মানসী মুখোপাধ্যায় — প্রধান শিক্ষিকা
বিনয়কুমার সরকার — সম্পাদক

বৈদ্যনাথ দত্ত
সভাপতি

॥ জায়গা বিক্রী ॥

১) উমরপুর-মুরারই রাস্তার পিচরোড লাগোয়া ৫ই শতক ফাঁকা জমি। ২) বাণীপুরে মোড়াম রাস্তা লাগোয়া গ্রামের মধ্যে ৮ শতক ফাঁকা জমি। ৩) গোপালনগরে (গারোলীপাড়া) পিচ রাস্তার ধারে ৭ শতক ফাঁকা জমি বিক্রী আছে। যোগাযোগ—

রাজারাম মুন্দ্রা
জঙ্গিপুর সাহেববাজার ঃঃ ফোন— ২৬৪২২১

একটি আবেদন

২০০২ সাল জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২৫তম বর্ষ। এই বর্ষটিকে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের জন্য আগামী ২৩শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর এই পাঁচদিন ব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ২৫শে ডিসেম্বর বেলা ১ ঘটিকায় প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পুনর্মিলন কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে। এই বিরাট কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। সকলের মিলিত কর্মপ্রচেষ্টা ছাড়া এই অনুষ্ঠান কখনই সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। এর জন্য যেমন বিপুল কর্মপ্রয়াসের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন বিপুল অর্থের। এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তোলার জন্য আপনাদের সকলের সান্তর সহানুভূতি এবং আর্থিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বিনীত—

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য — সভাপতি
মহঃ ফরহাদ আলি ও কেতকীকুমার পাল — যুগ্ম-সম্পাদক

জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১২৫তম বর্ষ উদ্‌যাপন কমিটি
(০৯-১১-২০০২)

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।